যবনের জীবন যাপন
কয়েকটি প্রশ্ন

১। ‘মুসলমানের নিন্দাসূচক গানটি লিখে...’ (পৃ. ৭)
গানটি কি মুসলমান সমাজের নিন্দাসূচক? না এক অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের? আমরা কি অনুমান করতে পারি, সাম্রাজ্যবাদী আলাউদ্দিন খিলজি শুধুমাত্র মুসলমান বলেই তাঁর শত অত্যাচার মাপ করছেন লেখক?

২। পুরুবিক্রম প্রসঙ্গে পুরুকে বিক্রম বলার কারণ, তিনি এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে আত্মসমর্পন না করে যুদ্ধ করেছিলেন। পুরুকে গ্রেট বলে স্বীকার না করাটা কি আপনার সাম্রাজ্যবাদ তোষন?

৩। মুসলমান চাকর কথাটা আপনার বড় মনে লেগেছে কেন? যেখানে যেখানে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুকে চাকরের পদে বসিয়েছেন, সেখানেই বা এত চুপ করে আছেন কেন? বলতে পারেন, আপনি রবীন্দ্রনাথের যবন চর্চা নিয়ে লিখতে বসেছেন। তবে হিন্দুসমাজ সম্পর্কে এত কথা বলেছেন কেন?

৪। ‘মুসলমান জাতি’ চিন্তার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দুষছেন কেন? আর তাদের কেন দুষছেন না, যাঁরা মুসলিম হয়ে বাংলা ভাষায় হিন্দুয়ানির গন্ধ পেয়ে উরদু আরবিকে নিজের মাতৃভাষার আসনে বসাতে চেয়েছিল? আপনি কি জানেন, কতিপয় বাঙালি মুসলমানের এরূপ মনোবৃত্তির কারণেই হিন্দুসমাজের এক বিশাল অংশকে এই কথা ভাবতে বাধ্য করে যে তারা বাঙালি নয়, মুসলমান?

৫। যীশুর প্রশস্তিতে আপনি কেন এত বিচলিত? কালান্তর প্রবন্ধে আপনি একটি প্রবন্ধগ্রন্থে আপনি ইংরেজ প্রশস্তির কি দেখলেন জানতে বড় ইচ্ছা করছে।

৬। কালান্তর ভালো করে পড়েছেন? সৃষ্টিবৈচিত্র দেখতে রবীন্দ্রনাথ পাননি না আপনি না আপনি কালান্তর ভুল দেখছেন?

৭। আপনি কি জানেন নাইটহুড ফেরত দিতে তাঁর ৪৬ দিন সময় লেগেছিল কেন? এই ৪৬ দিন পঞ্জাবের বাইরে এই নিদারুন ঘটনার কোনো খবর ইংরাজ কতৃপক্ষ বেরতে দেননি। অবশেষে খবর পাওয়ার ১২ ঘন্টার মধ্যেই তিনি নাইটহুড ত্যাগ করেন। আর একথা কেন সযত্নে এড়িয়ে গেলেন হিন্দু মুসলিম কোনো নেতা বা বুদ্ধিজীবি সেদিন কোন প্রতিবাদ করেননি। বড় জোর তাঁকে বাহবা দিয়েই দায় সেরেছিলেন।

৮। প্রশ্ন নয় কিছু তথ্য:

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে মহম্মদকে স্মরণ করেছেন আমি গুণে রাখিনি। তবে দুএকটির কথা তো নিশ্চয় বলতে পারি।

১। ‘নবযুগের উৎসব’ প্রবন্ধে তিনি মহম্মদকে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে একাসনে বসিয়ে বলে, ‘তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না, তাঁদের বাক্য প্রতিদ্ধনিত নয় কার্য অনুকরণ নয়...’ ইত্যাদি

উল্লেখ্য প্রবন্ধটি মাঘোৎসবে পাঠের জন্য রচিত হয়।

২।‘আমাদের জন্যই বুদ্ধ, খ্রীষ্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও দান করিয়াছেন।’

পূর্ব ও পশ্চিম

৩। ‘আবার প্রকৃতিভেদে কোনো কোনো স্বভাবভক্ত লোক প্রচলিত মূর্তিদ্বারা ঈশ্বর পূজাকে আত্মাবমাননা ও পরমাত্মানমাননা বলিয়া অভ্যাসবন্ধন ছেদন করিয়া আত্মার মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করান। মহম্মদ এবং নানক তাহার দৃষ্টান্ত।’

সাকার ও নিরাকার

মাপ করবেন ‘প্রাচ্য সমাজ’ ও আরো কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথের মহম্মদ প্রসংশা তুলতে আমি নিতান্ত অপারগ, তাহলে আমায় অন্তত দুদিন সব কাজ ছেড়ে কম্পিউটারের সামনে টাইপ করে জেতে হবে।

তবু বলবেন রবীন্দ্রনাথ কোথাও মহম্মদের নাম উল্লেখ করেননি।

৯। ব্রহ্মচর্যাশ্রম নিয়ে আপনাদের বড়ই মাথাব্যথা দেখি। বরং বিশ্বভারতী নিয়ে দেখি না, যেখানে বিজ্ঞানশিক্ষার আয়োজন হয়। আর দেখি না মাদ্রাসাগুলি নিয়েও। যেখানে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন বিজ্ঞানশিক্ষারও আগে দেখা হয়। আমার তো মনে হয়, বিশ্বভারতী তদুপেক্ষা কম অপরাধী।

১০। লালন বা হাসান রাজার জীবন নিয়ে নাটক নভেল লিখলে তাঁকে বেশি সম্মান জানানো হয় আর সাহিত্যে তাঁর আদর্শ অবলম্বন করলে কম- এ ধারণা পেলেন কোথায়?

অর্ণব দত্ত